

মুমিনের পারিবারিক জীবন

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
ফয়সাল বিন আলম



তাইবাহ একাডেমি

নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মুচি

প্রকাশকের কথা	১৭
লেখকদের কথা	১৯

প্রথম অধ্যায়

পরিবার ও পারিবারিক মূল্যবোধ	২১
পরিবারের পরিচয়	২১
আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার	২১
পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার	২২
আল-কুরআনে পরিবার	২২
পরিবারের সূচনা	২৫
ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব	২৭
পারিবারিক মূল্যবোধ	৩০
১. নিখাদ ভালোবাসা	৩০
২. সুন্দর সহাবস্থান	৩১
৩. পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ	৩১
৪. সহযোগিতামূলক আচরণ	৩৩
৫. পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ	৩৪
৬. পারিবারিক বাক্যালাপ	৩৫
৭. ফ্যামিলি কাউন্সিলিং	৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন	৩৭
দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য	৩৭
১. মানসিক প্রশান্তি	৩৭
২. দৈহিক প্রশান্তি	৩৮
৩. আত্মিক প্রশান্তি	৩৯
ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবন	৪০
বিয়ে করা কি ফরয?	৪১
বাংলাদেশে দাম্পত্য সম্পর্কের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি	৪১
ইসলামে দাম্পত্য জীবনের নমুনা	৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব	৪৯
ইসলামে নারীর অধিকার	৪৯
স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার	৫১
১. স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করা	৫১
২. স্ত্রীর মোহর আদায় করা	৫২
৩. স্ত্রী ও পরিবারের জন্য ব্যয় করা	৫৩
৪. স্ত্রীর পর্দার হিফায়ত করা	৫৪
৫. নিজের কাজ নিজেই করা	৫৫
৬. স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করা	৫৫
৭. স্ত্রীকে যথাযথ সম্মান দেওয়া	৫৬
৮. পারিবারিক কাজে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা	৫৬
৯. স্ত্রীর সাথে হাসি, ঠাট্টা ও কৌতুক করা	৫৮

সূচিপত্র

১০. প্রেম ও রোমান্টিকতা	৫৮
১১. স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা	৫৯
১২. স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া ও বোঝানো	৬০
১৩. স্ত্রীর ওপর অযথা রাগ না করা, তারা রেগে গেলে ধৈর্য ধারণ করা	৬১
১৪. স্ত্রীর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি মমত্ববোধ	৬২
স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার	৬৩
১. স্বামীর আনুগত্য	৬৩
২. স্বামীর হুকু আদায় করা	৬৪
৩. নিজের সতীত্ব রক্ষা করা, ইজ্জত-আব্রু হিফায়ত করা	৬৪
৪. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল সাওম না রাখা	৬৫
৫. নিজ গৃহ ব্যতীত বিবস্ত্র না হওয়া	৬৫
৬. স্বামীস্ত্রীর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করা	৬৬
৭. অবৈধ ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য না করা	৬৬
নেককার স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য	৬৭
স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক	৬৯
স্ত্রীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি	৭৪
স্বামীদের জন্য উপদেশ	৭৬
স্ত্রীদের জন্য উপদেশ	৭৭

চতুর্থ অধ্যায়

পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব	৭৯
পিতা-মাতার হুকু	৭৯
১. ইহসান তথা সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা	৮২
২. ভালো কাজে তাদের আনুগত্য করা	৮৪

সূচিপত্র

৩. ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের জন্য ব্যয় করা	৮৪
৪. তাদের অনুমতি নেওয়া, তাদের সাথে পরামর্শ করা ও তাদের মতামতকে সম্মান করা	৮৬
৫. বাবা-মায়ের কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি নেওয়া	৮৬
৬. বাবা-মা বয়োবৃদ্ধ হলে তাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হওয়া	৮৮
৭. মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি ইহসান চালিয়ে যাওয়া	৮৯
৮. তাদের জন্য দু'আ করা	৯০
৯. তাদের অসিয়ত, মানত ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করা	৯২
১০. তাদের ঋণ পরিশোধ করা	৯২
১১. তাদের বাকী থাকা সিয়াম পালন করা	৯৩
১২. তাদের পক্ষ থেকে সাদাকাহ করা	৯৪
পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণের স্বরূপ	৯৫
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তাদের সাথে অসদাচরণের ফলাফল ও পরিণাম	৯৬
অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে আচরণ	৯৯
পিতা-মাতার ওপর সন্তানের হক	১০৪
১. ভালো মা বাছাই করা	১০৫
২. তাহনীক করা, আকীকা করা, মাথা মুগুন করা ও সুন্দর নাম রাখা	১০৭
৩. তারবিয়াত ও তা'লীম	১০৮
৪. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা	১১০
৫. ভালো কাজে সহযোগিতা করা	১১২
৬. ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা	১১২

সূচিপত্র

৭. উত্তম জীবনসঙ্গী পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা	১১৩
৮. বিবাহ দেওয়া	১১৪
৯. খরচ করা	১১৬
১০. দু'আ করা	১১৬
পারিবারিক বলয়ে পিতা-মাতা ও সন্তানদের পারস্পরিক দায়িত্ব	১১৬
যথাযথভাবে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব	১১৭
ক. কল্যাণকর কাজে সাহায্যের প্রতিদান লাভ	১১৮
খ. নেক সন্তানের দু'আ লাভ	১১৯
গ. জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ	১২০
ঘ. কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে প্রতিপালন করা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়	১২১
মেয়েদেরকে তারবিয়াত ও তা'লীম প্রদানের গুরুত্ব	১২১
শির্ক, কুফর কিংবা পাপাচারে নিমজ্জিত সন্তানের সঙ্গে আচরণ	১২৫
১. পাপ কাজে কোনোভাবেই প্রশ্রয় না দেওয়া	১২৫
২. প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং করা ও নসীহত করা	১২৬
৩. শাসন করা ও প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা	১২৬
৪. মারাত্মক পাপ কাজ করে ফেললে প্রয়োজনে পারিবারিকভাবে বিচারের ব্যবস্থা করা	১২৬
ভাই বোনের পারস্পরিক সম্পর্ক	১২৮
১. সম্পর্ক বজায় রাখা	১২৮
২. ইহসান করা	১২৮
৩. দু'আ করা	১২৮
৪. মন্দ আচরণের বিপরীতে উত্তম আচরণ করা	১২৮
৫. সম্পত্তিতে তাদের হক আদায় করা	১২৯
দুধবোনের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা	১৩০

সূচিপত্র

ভাই বোনের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব	১৩১
ক. ভাইয়ের ওপর বোনের অধিকার	১৩১
১. বোনের লালন-পালন, ভরণপোষণ ও সেবা-যত্ন	১৩১
২. বোনের অনুমতি ছাড়া তাকে বিয়ে না দেওয়া ও তালাকে বাধ্য না করা	১৩২
৩. বোনের উত্তরাধিকার সম্পত্তি গ্রাস না করা	১৩২
খ. বোনের ওপর ভাইয়ের অধিকার	১৩২
১. বড়ো ভাইকে যথাযথ সম্মান করা ও গুরুত্ব দেওয়া	১৩২
২. আনুগত্য ও সহযোগিতা করা	১৩৩
৩. উত্তরাধিকার সম্পদের ক্ষেত্রে সমান সম্পদ পাওয়ার দাবি না করা	১৩৩
শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি আচরণ	১৩৪
সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা	১৩৫
শ্বশুর-শাশুড়ির দায়িত্ব	১৩৫
খাদেমদের প্রতি আচরণ	১৩৬
খাদেমদের অধিকার	১৩৭
খাদেমদের সাথে অসদাচরণের শাস্তি	১৪০
খাদেম হওয়া কি নিন্দনীয়?	১৪০

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক	১৪৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব	১৪৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বসূরীদের উক্তি	১৪৫
আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল ধরার কারণ	১৪৫
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ফযীলত	১৪৬

সূচিপত্র

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতি	১৪৭
আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল ধরলে করণীয়	১৪৯
সাদাকাহ করা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার একটি উত্তম পন্থা	১৫০
আত্মীয়তার হক আদায়ের উপায়	১৫২
অসুস্থদের প্রতি আচরণ	১৫২
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী	১৫৫
প্রতিবেশীর প্রকারভেদ	১৫৮
প্রতিবেশী কারা?	১৫৯
প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখার গুরুত্ব	১৫৯
প্রতিবেশীর হক	১৬১
১. কষ্ট না দেওয়া	১৬১
২. কষ্ট পেলেও ধৈর্যধারণ করা	১৬২
৩. তাদেরকে সম্মান করা ও তাদের সাথে সদাচরণ করা	১৬৫
অমুসলিম প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব	১৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

সন্তান গ্রহণ	১৬৯
সন্তানের ব্যাপারে ইসলামের দর্শন	১৬৯
সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব	১৭২
বিলম্বে সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিণতি	১৭৬
সন্তান গ্রহণের প্রক্রিয়া	১৭৭
সন্তান গ্রহণের প্রস্তুতি	১৭৯
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও তার হুকুম	১৮০
ক. জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য	১৮০
সন্তান গ্রহণ করা কি বাধ্যতামূলক?	১৮১

সূচিপত্র

অধিক সন্তান গ্রহণ করতে হবে কি?	১৮১
খ. জন্মনিয়ন্ত্রণের শার'ঈ বিধান	১৮১
জন্মনিয়ন্ত্রণ কখন হারাম?	১৮২
কী ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ?	১৮৩
কী ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত?	১৮৩
সন্তান না হওয়ার কারণ	১৮৫
সন্তান না হলে করণীয়	১৮৯
সন্তান দত্তক নেওয়া যাবে কি?	১৯১
টেস্টিটাইব বেবি গ্রহণ করা যাবে কি?	১৯২

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১৯৩
ইসলামের আলোকে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১৯৩
১. খোরপোশের ব্যবস্থা করা	১৯৬
২. নিরাপদ ব্যবস্থাপনা	১৯৭
৩. পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা	১৯৭
৪. প্রশিক্ষণ দেওয়া	১৯৭
৫. চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা	১৯৯
ফরয গোসল সংক্রান্ত বিধিবিধান	২০০
ক. গোসলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ	২০০
খ. গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ	২০১
ইসলামিক লাইফ স্টাইল কি সর্বাধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত?	২০৩
বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা	২০৫
১. বিশেষ ফরয আমল থেকে অব্যাহতি কিংবা বিধান শিথিল করে দেওয়া	২০৫

২. হারাম খাবার বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে হালাল হওয়া	২০৬
৩. রোগের প্রতিরোধমূলক আমল বাস্তবায়ন করা	২০৭
৪. মহামারি/ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা	২১০

অষ্টম অধ্যায়

গৃহসজ্জা ও গৃহব্যবস্থাপনা	২১৩
গৃহসজ্জা : করণীয় ও বর্জনীয়	২১৩
গৃহে সকলের অব্যাহত অনুপ্রবেশ	২১৭
গৃহে গাইরে মাহরাম আত্মীয়দের অবস্থানে সতর্কতা	২১৭
গৃহে আগতদের আচরণ ও বদভ্যাসে নিয়ন্ত্রণ আরোপ	২১৮
গৃহ ব্যবস্থাপনায় সাহায্যকারীদের ব্যাপারে সতর্কতা	২১৯
গৃহে পশুপাখি পালনে ইসলামী নীতিমালা	২২১
কুকুর পালনে সতর্কতা	২২৩

নবম অধ্যায়

পর্দা, শালীনতা ও হালাল-হারাম মেনে চলা	২২৭
পর্দার অপরিহার্যতা	২২৭
পর্দার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্রের রহস্য	২২৮
পরিবারে পর্দার প্রচলন করা	২২৯
পরিবারে পর্দার প্রচলন করার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয়	২৩১
শালীনতার ফযীলত ও গুরুত্ব	২৩২
১. পর্দা করা	২৩২
২. নারী-পুরুষ একান্তে সাক্ষাৎ না করা	২৩৩

সূচিপত্র

৩. নারী-পুরুষ পরস্পর মুসাফাহা, মু'আনাকা ও অবাধ মেলামেশা না করা	২৩৩
পরিবারে শালীনতা বজায় রাখতে করণীয় ও বর্জনীয়	২৩৫
মাহরাম ও গাইরে মাহরাম সংক্রান্ত বিধান	২৩৬
হালাল-হারামের পরিচয়	২৩৯
ক. হালাল-এর পরিচয়	২৩৯
খ. হারাম-এর পরিচয়	২৪০
পারিবারিক বলয়ে হালাল-হারাম মেনে চলা	২৪২
হালাল-হারামের মূলনীতি	২৪৩
কতিপয় হারাম কাজ	২৪৫
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘটিত একটি বিশেষ হারাম কাজ	২৪৬
হালাল উপার্জন দু'আ কবুলের পূর্বশর্ত	২৪৭
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে পরিবারের সদস্যদের করণীয়	২৪৮

দশম অধ্যায়

দাম্পত্য কলহ ও তালাক	২৫৩
দাম্পত্য কলহ একটি অপ্রিয় বাস্তবতা	২৫৩
দাম্পত্য কলহের সময় করণীয়	২৫৩
দাম্পত্য কলহ সৃষ্টির কারণ	২৫৪
ক. স্বামীর যেসব ভুলের কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়	২৫৪
খ. স্ত্রীর যেসব ভুলের কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়	২৫৫
গ. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যেসব ভুলের কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়	২৫৮
দাম্পত্য কলহ নিরসনের উপায়	২৫৮
দাম্পত্য কলহ প্রতিরোধের নীতিমালা	২৫৮

তালাকের পরিচয়	২৬২
তালাক প্রথম না কি শেষ সমাধান?	২৬৩
তালাক প্রদানের পূর্ববর্তী ধাপসমূহ	২৬৫
ইসলামে তালাক কেন অনুমোদিত?	২৬৯
তালাক সংক্রান্ত বিধিবিধান	২৭১
তালাকের পদ্ধতি	২৭৭
হিলা করার বিধান	২৭৭
ইদত	২৭৮
ইদতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি	২৭৯
স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার বিধান	২৮০
স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেওয়ার পদ্ধতি	২৮২

একাদশ অধ্যায়

সুখী পরিবারের মূলমন্ত্র	২৮৫
সুখী পরিবারের সংজ্ঞা	২৮৫
সুখী পরিবার গঠনের উপকরণ	২৮৫
সুখী পরিবার গঠনের নীতিমালা	২৮৮
পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখ বিনষ্টকারি ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি	২৯২
দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়ার ফলাফল	২৯২
গ্রন্থপঞ্জি	২৯৩
লেখক পরিচিতি	২৯৭
তাইবাহ একাডেমি পরিচিতি	২৯৯

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ের কেরামের ওপর।

সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ‘পরিবার’ নিয়ে আলোচনা এখন তুঙ্গে। আধুনিক বিশ্বের মানব সমাজে এটি টিকে থাকবে কি থাকবে না—এমন আশঙ্কাও করছেন বিশিষ্টজনেরা। ইসলাম শুরু থেকেই মুসলিম পরিবারগুলোকে সমাজের ফাউন্ডেশন বলে আখ্যায়িত করেছে এবং সামাজিক জীবন ও মু‘আমালাতের সকল বিধান পরিবার কেন্দ্রিক করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে পারিবারিক জীবন বাদ দিয়ে যেমন ইসলামী সমাজব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না, তেমনি সুখী, সুন্দর, নিশ্চিত ও নিরাপদ সমাজের স্বপ্নও বাস্তবায়ন করা যায় না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলাম তার অনুসারী মুমিনের জীবনে পরিবার প্রতিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। যেহেতু স্বামী ও স্ত্রী-ই হচ্ছে মুসলিম পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, সেহেতু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের উভয়কে উদ্দেশ্য করে অনেকগুলো দায়িত্ব ও কাজের নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে তাদেরকে ঘিরে এবং তাদের অনাগত সন্তানদেরকে নিয়ে আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে এবং আদর্শ পরিবারগুলো নিয়ে আদর্শ সমাজ তৈরি হয়।

পারিবারিক সুখ, শান্তি ও সাফল্যের জন্য পারস্পরিক অধিকারের প্রতি সম্মানবোধ ও পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের অধিকার সংরক্ষণ ও আদায় করা অতীব জরুরি। পরিবারের সদস্যরা হলেন বাবা, মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও শ্বশুর-শাশুড়ি প্রমুখ। এ বইয়ে আল-কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে পরিবার, পারিবারিক বন্ধন ও আদর্শ পরিবার গঠনের নানা বিষয় ও অনুসঙ্গ গুরুত্বের সাথে আলোচিত

হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের প্রচুর রেফারেন্সের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ বইয়ে হাদীস উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীস-ই যেন উদ্ধৃত হয় সে বিষয়টি সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখা হয়েছে। সর্বোপরি পরিবারের সকল বিষয়ে সঠিক ইসলামী নীতিমালা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান-ই যাতে প্রাধান্য পায়—সেটিও ছিল এ বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আশা করি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ বই পাঠে উপকৃত হবেন। এ বই তৈরিতে লেখকবৃন্দসহ যারা সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি এবং রহমানের দরবারে দু‘আ করছি—আল্লাহ যেন সবার সৎ আমলগুলো কবুল করেন এবং মিয়ানে হাসানাতে কিয়ামতের দিন গুনার করেন।

وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

খাদিজা আক্তার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

লেখকদের কথা

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وُلَاَهُ.

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া ‘আলা আলিহী ওয়া আসাহবিহী ওয়া মান ওয়ালাহ।

সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক একক হিসাবে বিবেচনা করা হয় পরিবারকে। পরিবার মানুষের সুখ, শান্তি, আশা, ভরসার কেন্দ্রস্থল। মানুষ সারা পৃথিবীর সাথে সংগ্রাম করে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ ও মন নিয়ে পারিবারিক নীড়ে ফিরে আসে। কেননা পরিবার-ই তার প্রথম ও শেষ আশ্রয়স্থল।

কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা কি তা-ই? আমাদের পরিবারে কি এখন শান্তি কিংবা স্বস্তি কোনোটা আছে? স্বামীরা কি কর্মব্যস্ততা শেষে নীড়ে ফিরতে উন্মুখ হয়ে থাকে? স্ত্রীরা কি সংসার ও সন্তান নিয়ে ঘরে থাকাকে প্রেফার করে? আমাদের সন্তানেরা কি পারিবারিক পরিবেশ, পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গ উপভোগ করে? আমাদের পরিবারগুলোকে কি এখন আর আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরটা এখন ‘না’।

অপ্রিয় বাস্তবতা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে আমাদের পারিবারিক বন্ধনগুলো ক্রমশ দুর্বল এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ভেঁতা হয়ে যাচ্ছে। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে আমাদের পরিবারগুলোতে ইসলামের চর্চা না থাকা। চর্চা না থাকার কারণে পরিবারের সদস্যরা ইসলামিক মূল্যবোধ সঠিকভাবে ধারণ করতে পারছেন না। আর ধারণ করতে ব্যর্থ হবার কারণ হলো দীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি না থাকা।

দীন ইসলাম সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য সর্বাধুনিক, সমসাময়িক ও সামগ্রিক কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা—এটা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনেক

মুসলিম পরিবারে এখন অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, অনেক পরিবার আবার ভেঙেও পড়ছে। এর কারণ হলো সুখী পরিবার গঠন এবং তা যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা দরকার তা আমাদের নেই। আর আংশিক জ্ঞান দিয়ে পরিবারে ইসলামী অনুশাসন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ফলে পরিবারে স্থিতিশীলতাও আসছে না।

বর্তমানে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের পরিবারে যে ফাটল আমরা লক্ষ্য করছি, তার একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহর দেওয়া গাইডলাইন ফলো করা। সে লক্ষ্যেই আমাদের পক্ষ থেকে এ বইটি রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটিকে সাজানো হয়েছে কুরআন-সুন্নাহর অকাটা দলীলের আলোকে। এর পরতে পরতে সন্নিবেশিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাফদের জীবনী থেকে তুলে আনা প্রাসঙ্গিক ঘটনা। ইসলামিক জীবনব্যবস্থার সবগুলো দিক বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিফলিত করার আশ্রয় চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো স্বত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি থাকাটা স্বাভাবিক। যে-কোনো সংশোধন, সংযোজন, মূল্যবান পরামর্শ কিংবা মতামত দিয়ে সহযোগিতা করলে, আমরা তা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন এ বইটিকে আমাদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া এবং আমাদের বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য একটি উত্তম হাদিয়া হিসাবে কবুল করেন। আমীন।

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ফয়সাল বিন আলম

২ মুহাররম, ১৪৪৬; ৯ জুলাই, ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

পরিবার ও পারিবারিক মূল্যবোধ

পরিবারের পরিচয়

মানুষ সামাজিক জীব। এই সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবার। পরিবারে তার জন্ম, পরিবারেই তার বেড়ে ওঠা। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার শুরু এ পরিবার থেকেই। পরিবার ছাড়া মানুষ অসম্পূর্ণ, অসহায়। যে-কোনো যুগে যে-কোনো সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার

পরিবার শব্দটির আরবী পরিভাষা হলো أُسْرَة (উসরা), এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে— ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন এবং তার কাছের সম্পর্কের মানুষজন।

أُسْرَة শব্দের মধ্যে শক্তির বিষয়টি নিহিত রয়েছে। পরিবারকে أُسْرَة বলার কারণ হলো— পরিবারবর্গ কিংবা আত্মীয়স্বজন দ্বারা ব্যক্তি শক্তিশালী হয়। পরিবার হলো ইসলামী সমাজের প্রাথমিক ভিত্তি। পরিবারের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান ও নির্দেশনা অন্য যে-কোনো কিছু চেয়ে অধিক সুন্দর, গোছানো, সুশৃঙ্খল, ভারসাম্যপূর্ণ, যৌক্তিক ও বাস্তবিক; যার অনুরূপ পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি কিংবা জনপদে পাওয়া যায় না। পরিবারের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ইসলামী সমাজকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ [الإنسان:

[২৮

“আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব।”
(সূরা আল-ইনসান, আয়াত নং ২৮)

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার

পরিবার হলো মানুষের সেই দল, যারা শারী‘আতের নীতিমালার আলোকে সংঘবদ্ধ থাকে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকে; যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ স্থায়ী হয় এবং সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

আল-কুরআনে পরিবার

পরিবারের আরবী পরিভাষা হিসাবে أُسْرَة-এর পাশাপাশি আল-কুরআনে আরো বেশ কিছু পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

১. أَهْل (আহল) : যেমন আব্বাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,
﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَتِيبُكُمْ مِنْهَا يَخْبِرُ أَوْ عَاتِيَكُمْ
بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ [النمل: ৭]

“যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।” (সূরা আন-নামল, আয়াত নং ৭)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾
[التحریم: ৬]

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষণ্ড হৃদয় ও কঠোরস্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা

আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।” (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত নং ৬)

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: ৮৩]

“অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী ব্যতীত। সে পেছনে অবস্থানকারীদের সাথে রয়ে গেল।” (সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত নং ৮৩)

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: ৩৫]

“যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে এক জন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে এক জন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।” (সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত নং ৮৩)

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمْنَتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُمُوهُ فِي

الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ১২৩]

“ফির‘আউন বলল, তোমরা কি (তাহলে) আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই ঈমান আনলে? এটা প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদেরকে শহর থেকে বের করে দিতে পারো। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে।” (সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত নং ১২৩)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে দেখা যাচ্ছে যে, أَهْل শব্দটি দ্বারা আল-কুরআনের কোনো আয়াতে কেবল স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে, আবার কোনো আয়াতে ছোটো ও বড়ো পরিবার এমনকি জনপদের অধিবাসীদেরও বোঝানো হয়েছে।

২. عَشِيرَةَ (আশীরা) : যেমন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ২১৬]

“আপনি নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করে দিন।” (সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত নং ২১৪)

﴿قُلْ إِنْ كَانَ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ২৬]

“বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যাবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো আল্লাহ, তাঁর রাসূলুল্লাহ ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর বিধান আযাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।” (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং ২৪)

﴿يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ১৩]

“সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী।” (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত নং ১৩)

৩. رَهْط (রহতুন) : যেমন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ - قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَّ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [هود: ৯১, ৯২]

“তারা বলল, হে শু‘আইব, আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝিনি, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। শু‘আইব বললেন, হে আমার জাতি, আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে।” (সূরা হূদ, আয়াত নং ৯১-৯২)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিবারের উল্লেখ থাকায় প্রতীয়মান যে, পারিবারিক বন্ধন আল্লাহ প্রদত্ত একটি সিস্টেম। তাই পরিবারকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহকে এবং আল্লাহর সিস্টেমকে অস্বীকার করার নামান্তর। অতএব পারিবারিক বন্ধন থেকে বের হয়ে মানুষ কখনো সুখ লাভ করতে পারে না এবং বৈধ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে পারে না।

পরিবারের সূচনা

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন যখন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন নর ও নারী উভয়কে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ নর ও নারীর মধ্যে ‘বিবাহ’ নামক একটি বৈধ, সুন্দর ও পবিত্র বন্ধন তৈরির ব্যবস্থা করলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি মানব জাতির ধারাবাহিক বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা চালু করে দিলেন। এভাবেই পরিবারের সূচনা হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা মানব জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাঁর স্ত্রী হাওয়া ‘আলাইহাস সালামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে মানব ইতিহাসে পরিবারের সূচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ১]

“হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত নং ১)

মানব সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ৫৬]

“তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে। অতঃপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিকভাবে সম্পর্কশীল করেছেন।” (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নং ৫৪)

পারিবারিক বন্ধন তৈরির পাশাপাশি আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন পারিবারিক জীবনের কতিপয় নীতিমালাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [القيامة: ৩৯]

“অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।” (সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত নং ৩৯)

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر: ১১]

“আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; তবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞাতসারে। কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; তবে যা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।” (সূরা ফাতির, আয়াত নং ১১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সর্বপ্রথম আদম ‘আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্তীতে আমাদেরকে আমাদের পিতা-মাতার বৈবাহিক মিলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। অতএব ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ মানুষ অন্য কোনো প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং মানব ইতিহাস যতটা প্রাচীন, পরিবার প্রথাও ততটা প্রাচীন।

ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব

মানুষের জীবন শুরু হয় জন্মের মাধ্যমে এবং শেষ হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এই সময়টুকু মানুষের জীবন। এ জীবনটা সে একাকী কাটাতে পারে না; বরং সমাজবদ্ধ হয়ে কাটাতে হয়। কারণ তার জন্ম একক কোনো প্রচেষ্টার ফসল নয়; বরং একজন পুরুষ ও একজন নারীর মিলনের মাধ্যমে তার জন্ম। তাই তার জন্মের পর সে তার বাবা-মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বেড়ে ওঠে।

একজন মুসলিমও এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দুনিয়াতে আগমন করে এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠে। অতএব একজন মুসলিমের নিজ অস্তিত্বের জন্যই পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। পরিবার না থাকলে তার জন্ম হতো না। কারণ ইসলাম পারিবারিক জীবনের বাহিরে নারী-পুরুষের মেলামেশার অনুমতি দেয়নি।

ইসলাম নতুন করে পারিবারিক জীবনের এ সিস্টেম চালু করেনি; বরং আদিকাল থেকেই এ প্রক্রিয়ায় মানুষ পৃথিবীর বুকে আগমন করেছে এবং বেড়ে ওঠেছে। একইভাবে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণও পারিবারিক সিস্টেম অনুসরণ করেছেন। যেমন— আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ৩৮]

“আমি তোমার পূর্বেও রাসূলুল্লাহগণকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি।” (সূরা আর-র‘দ, আয়াত নং ৩৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের বুকে যখন থেকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন, তারও আগ থেকে সেখানে পারিবারিক সিস্টেম চালু ছিল। তবে ইসলাম এসে সেখানে পারিবারিক জীবনের কতিপয় ন্যায্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যেন পারিবারিক জীবন সুশৃঙ্খল থাকে।

আদম ‘আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টির পর আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন তাদের উভয়কে জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [الأعراف:

[১৭

“হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাওয়া-দাওয়া করো।” (সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত নং ১৯)

এভাবেই আদম ‘আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রী প্রথম মানব ও মানবী হওয়ার পাশাপাশি প্রথম পরিবার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

বংশীয় ধারা অব্যাহত রাখার জন্য যেমন স্বামী-স্ত্রীর মিলন অপরিহার্য, তেমনি মানসিক প্রশান্তির জন্যও স্বামী-স্ত্রীর মিলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন মানব ও মানবীর মধ্যে একটি স্বভাবজাত পারস্পরিক আকর্ষণ, আকাজক্ষা ও কামনা-বাসনা দিয়েছেন। সুতরাং বংশধারা অব্যাহত রাখা এবং মানসিক প্রশান্তির জন্য স্বামী-স্ত্রীর মিলন খুবই জরুরি। আর এ গুরুত্বপূর্ণ মিলন সম্পাদনের জন্য সমাজে বৈধ বিবাহের প্রচলন ও পারিবারিক ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য।

উল্লিখিত কারণের পাশাপাশি আরো বহু কারণে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

১. মানব শিশু তার জন্মের পর নিজ নিরাপত্তা বিধানে একেবারেই অক্ষম। এজন্য পারিবারিক বলয়ে তার অবস্থান করা প্রয়োজন। তার নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব থাকে পরিবারের ওপর।

মানব শিশুর অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণেও পরিবারের ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবা উভয়েই দায়িত্ব পালন করে থাকে। মায়ের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ২৩৩]

“মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধপান করাবে।” (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ২৩৩)

আর বাবার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ২৩৩]

“আর পিতার দায়িত্ব হলো তাদের (মায়েরদের) ন্যায়সঙ্গতভাবে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।” (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ২৩৩)

২. মানুষের জীবনে পবিত্রতা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষত যৌন জীবনের পবিত্রতা। ইসলাম যেমন পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে যৌন জীবনের বৈধতা দিয়েছে, তেমনি সেই যৌন জীবনকে পবিত্র রাখার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অতএব যৌন মিলনে বৈধতা লাভ ও তার পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য পারিবারিক জীবনের বিকল্প নেই।
৩. সমাজে নৈতিকতার বন্ধন টিকিয়ে রাখতে হলে পারিবারিক ব্যবস্থা খুবই জরুরি। পারিবারিক ব্যবস্থার বাহিরে অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার বন্ধন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৪. সন্তানের শিক্ষা ও তারবিয়াত সুসম্পন্ন করার জন্য পরিবার হলো একটি অপরিহার্য প্লাটফর্ম। সুতরাং এ দিক থেকেও পরিবার ও পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব ফুটে ওঠে।
৫. সন্তানের দীনী তারবিয়াত ও ইতিবাচক আচরণের চর্চা শুরু হয় পরিবারের মাধ্যমে। পরিবারের সাহায্য ছাড়া দীনী ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয় না। আর পরিবারহীন ছেলে-মেয়েরা প্রায়শই বিপথগামী হয়ে থাকে। সুতরাং ইসলামে পরিবার হলো সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার সবচেয়ে চমৎকার সোপান এবং শক্তিশালী সমাজ তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।